হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিদায় হজ্জের ভাষণ

জবলে রহমত, আরাফাতের ময়দান
১০ম হিজরী ৯ই যিলহজ্জ

"হে আমার প্রিয় ভক্তবৃন্দ, আজ যে কথা তোমাদিগকে বলিব মনোযোগ দিয়া তা শ্রবণ করিও। আমার আশংকা হইতেছে, তোমাদের সংগে একত্রে হজ্জ করিবার সুযোগ আর আমার ঘটিবে না।

হে মুসলিম! আঁধার যুগের ধ্যান-ধারনাকে ভুলিয়া যাও, নব আলোকে পথ চলিতে শিখ। আজ হইতে অতীতের সমস্ত মিথ্যা-সংস্কার, অনাচার ও পাপ প্রথা বাতিল হইয়া গেল।

মনে রাখিও মুসলমান ভাই ভাই। কেহ কাহারও চেয়ে ছোট নও, কাহারও চেয়ে বড় নও। আল্লাহ্‌র চোখে সকলেই সমান। নারীজাতির কথা ভুলিও না। নারীর ওপর পুরুষের যেরুপ অধিকার আছে, পুরুষের ওপর নারীরও সেইরুপ অধিকার রহিয়াছে। তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিও না। মনে রাখিও, আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখিয়া তোমরা তোমাদের স্ত্রীদিগকে গ্রহণ করিয়াছ।

সাবধান! ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করিও না। এই বাড়াবাড়ির ফলেই অতীতে বহু জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রত্যেক মুসলমানের ধন-প্রাণ পবিত্র বলিয়া জানিবে। যেমন পবিত্র আজিকার এই দিন ঠিক তেমনই পবিত্র তোমাদের পরস্পরের জীবন ও ধন-সম্পদ।

হে মুসলমানগণ, হুঁশিয়ার! নেতৃ-আদেশ কখনও লংঘন করিও না। যদি কোন কর্তিত-নাশা কাফ্রী ক্রীতদাসকেও তোমাদের আমীর করিয়া দেওয়া হয় এবং সে যদি আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে তোমাদিগকে চালনা করে, তবে অবনত মস্তকে তাহার আদেশ মানিয়া চলিবে।

দাসদাসীদের প্রতি সর্বদা সদ্ব্যবহার করিও। তাহাদের ওপর কোনরুপ অত্যাচার করিও না। তোমরা যাহা খাইবে তাহাদিগকেও তাহাই খাওয়াবে, যাহা পরিবে, তাহাই পরাইবে। ভুলিও না, তাহারাও তোমাদের মত মানুষ।

সাবধান! পৌত্তলিকতার পাপ যেন তোমাদিগকে স্পর্শ না করে। শিরক করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা কথা বলিও না, ব্যভিচার করিও না। সর্বপ্রকার মলিনতা হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া পবিত্রভাবে জীবনযাপন করিও। চিরদিন সত্যাশ্রয়ী হইও। মনে রখিও, একদিন তোমদিগকে

আল্লাহ্‌র নিকটে ফিরিয়া যাইতে হইবে। সেদিন তোমাদের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে।

বংশের গৌরব করিও না। যে ব্যক্তি নিজ বংশকে হেয় মনে করিয়া অপর কোন বংশের নামে আত্ম পরিচয় দেয়, আল্লাহ্‌র অভিশাপ তাহার ওপর নামিয়া আসে।

হে আমার উম্মতগণ! আমি যাহা রাখিয়া যাইতেছি, তাহা যদি তোমরা দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া থাক, তবে কিছুতেই তোমাদের পতন হইবে না। সেই গচ্ছিত সম্পদ কী? তাহা আল্লাহ্‌র কোরআন এবং তাঁহার রসূলের আদেশ।

নিশ্চয় জানিও, আমার পরে আর কেহই নবী নাই। আমিই শেষ নবী। যাহারা উপস্থিত আছো, তাহারা অনুপস্থিত সকল মুসলমানের নিকট আমার এই সকল বাণী পৌঁছাইয়া দিও।"

এই পর্যন্ত পৌঁছে হযরতের মুখমন্ডল ক্রমেই জ্যোতির্দীপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। কণ্ঠস্বর করুণ ও ভাবগম্ভীর হইয়া আসিল। ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া তিনি আবেগ ভরে বলিতে লাগিলেনঃ "হে আল্লাহ্‌! হে আমার প্রভু! আমি কি তোমার বাণী পৌঁছাইয়া দিতে পারিলাম? আমি কি আমার কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিলাম?" লক্ষ কণ্ঠে নিনাদিত হইলঃ 'নিশ্চয়! নিশ্চয়!!' তখন হযরত কাতর কণ্ঠে পুনরায় বলিতে লাগিলেনঃ "প্রভু হে! শ্রবণ কর, সাক্ষী থাকো; ইহারা বলিতেছে, আমার কর্তব্য আমি পালন করিয়াছি"। ভাবের আতিশয্যে হযরত নীরব হইয়া রহিলেন। বেহেশতের জ্যোতিতে তাহার মুখ-কমল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এই সময় কোরআনের শেষ আয়াত নাযিল হইলঃ "আজ আমি তোমাদের দীনকে সম্পূর্ণ করিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করিয়া দিলাম। ইসলামকেই তোমাদের ধর্ম বলিয়া মনোনীত করিলাম"। - (৫ঃ৩) হযরত ক্ষণকাল ধ্যানমৌন হইয়া রহিলেন। বিশাল জনতা তখন নীরব। কিছুক্ষন পরে তিনি নয়ন মেলিয়া করুণ স্নেহমাখা দৃষ্টিতে সেই জনসমুদ্রের দিকে তাকাইয়া বলিলেনঃ "বিদায়! বন্ধুগণ, বিদায়!!" একটা অজানা বিয়োগ-বেদনা সবারই হৃদয়ে ছায়াপাত করিয়া গেল।

মাসিক মদীনা, জুন, ২০০২।